بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১৫ মার্চ, ২০২৪ মোতাবেক ১৫ আমান, ১৪০৩ হিজরী শামসী-র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (সূরা আল-বাকারা: ১৮৪-১৮৫)

অর্থ: **হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা সেভাবেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে তার উচিত সে যেন রোযার এই সংখ্যা অন্যান্য দিনে পূর্ণ করে। আর যারা এর সামর্থ্য রাখে তাদের জন্য ফিদিয়া হলো একজন মিসকীনকে আহার করানো। অতএব যে কেউ ঐচ্ছিক পুণ্যকর্ম করে, এটি তার জন্য অতি উত্তম। আর তোমাদের রোযা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।**

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় রমযান মাস আরম্ভ হয়ে গেছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, এটি অতি মহান এবং কল্যাণমণ্ডিত মাস। এ মাসে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দাদেরকে নিজ কৃপায় ধন্য করার উদ্দেশ্যে অনেক বেশি দয়ালু হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা তো সাধারণ দিনগুলোতেও স্বীয় বান্দাদের এমনভাবে স্বীয় দানে ধন্য করেন যার কল্পনাও আমরা করতে পারি না। আর এই মাসে, যখনকিনা বিশেষভাবে শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করে তার থাবা থেকে মুক্ত হবার উপকরণ যেভাবে তিনি সৃষ্টি করেন, এর উদাহরণ কীভাবে তুলে ধরতে হবে তার ভাষা আমাদের জানা নেই। যখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হই তখন তাঁর অনুগ্রহের দ্বার পূর্বের চেয়ে আরও অধিক প্রশস্ত দেখতে পাই। অতএব এই মাসকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় ধন্য করার জন্য নির্ধারিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের ক্ষেত্রে বিগত দিনগুলোতে আমরা যে অলসতাই প্রদর্শন করেছি, নফল আদায়ের ক্ষেত্রে যে অলসতা দেখিয়েছি, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা, পড়া এবং অনুধাবনের ক্ষেত্রে যে অলসতা দেখিয়েছি, পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করার ক্ষেত্রে যে–সব অলসতা দেখিয়েছি সেগুলোর সুরাহার জন্য এই মাসে উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, এই মাসে ফরয ইবাদতও এবং নফলও বিশেষভাবে আদায় করার পরিবেশ রয়েছে। তাই (এর দ্বারা) কল্যাণমণ্ডিত হও। মসজিদগুলোতে দরসের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে আর এমটিএ-তেও ব্যবস্থা রয়েছে, তা থেকে লাভবান হওয়া উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য সন্ধান করা উচিত। আর এই পরিবেশের এই প্রভাবকে নিজেদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করা উচিত যেন আমরা স্থায়ীভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে থাকি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই পরিবেশ থেকে সর্বোত্তমভাবে লাভবান হবার চেষ্টার মাধ্যমে আমার দিকে

অগ্রসর হও। আর বান্দাদের তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়াতে আল্লাহ্ তা'লার যে আনন্দ হয় তার ধারণা মহানবী (সা.)-এর একটি উক্তির মাধ্যমে লাভ হয়। তিনি (সা.) বলেন, নিজের হারানো সন্তানকে ফিরে পেলে এক মায়ের যে আনন্দ হয় নিজের হারানো বান্দাকে ফিরে পেলে আল্লাহ্ তা'লা তার চেয়ে অধিক আনন্দিত হন। অর্থাৎ যারা হুকূকুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার এবং হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার প্রাপ্য অধিকার আদায় করে না বা যথাযথভাবে পালন করে না, এ ক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শন করে, তারা যখন প্রকৃত অর্থে এই অধিকার প্রদানকারী হয়ে ওঠে তখন আল্লাহ্ তা'লার আনন্দের আর কোনো সীমা থাকে না। আর আল্লাহ্ তা'লা হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দার প্রতি যখন সন্তুষ্ট হন তখন তাকে এত বেশি দান করেন যার কোনো সীমা নেই। অতএব আমরা সৌভাগ্যবান হবো যদি আমরা রমযানের এই পরিবেশ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারিকে আকর্ষণকারী হতে পারি। এই আয়াতদ্বয় যা আমি পাঠ করেছি, এতে আল্লাহ্ তা'লা যেখানে তাকওয়ার পথে চলে আমাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলি পালনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন সেখানে রোযার সাথে সম্পর্কিত কতিপয় নির্দেশেরও উল্লেখ করেছেন। অতএব আমরা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তা'লা এমন প্রজ্ঞায় পূর্ণ কিতাব আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে দান করেছেন, যেন আমরা তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারি। সেসব পথে বিচরণকারী হতে পারি যেগুলো তাঁর নৈকট্যের পথ। প্রথম যে আয়াতটি রয়েছে তার প্রথম নির্দেশেই তিনি আমাদেরকে বিনয়ের পথে চলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমাদেরকে এই বলে বিনয়ের শিক্ষা প্রদান করেছেন যে, রোযা রেখে তোমরা এমন কোনো কাজ করছ না যা কেবল তোমাদেরই বৈশিষ্ট্য– এমন নয়, বরং তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যও রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। এটি সঠিক যে, তাদের রোযার পদ্ধতিতে হয়ত কিছুটা পার্থক্য থাকবে, কিন্তু রোযা তাদের জন্যও বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। আর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা যেন তাকওয়ার পথে পরিচালিত হয়। আর তোমাদের ক্ষেত্রেও রোযার উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ তোমরা যেন তাকওয়া অবলম্বন করে চলো। অর্থাৎ তোমরা মন্দ বিষয়াদি পরিহার করো আর পুণ্যসমূহকে ধারণ করো। পাপ এবং মন্দ বিষয়াদি থেকে এমনভাবে নিজেকে রক্ষা করো যেভাবে এক যোদ্ধা ঢালের পেছনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে। আর ঢালের আড়াল নেওয়া যোদ্ধা কেবল নিজেকে রক্ষাই করে না, বরং সে শত্রুর ওপর আক্রমণও করে। অতএব তোমরাও যদি তাকওয়ার পথে পরিচালিত হও তাহলে কেবল নিজেকেই রক্ষা করবে না, বরং শয়তানের ওপর এবং শয়তানী ধ্যানধারণার ওপর আক্রমণ করে সেটিকেও ধ্বংস করবে। আর এটিই সেই পদ্ধতি যার অনুসরণে তাকওয়ার পথে চলে রোযার দায়িত্ব পালিত হয়। নতুবা মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের ক্ষুধার্ত রাখার কোনো শখ আল্লাহ্ তা'লার নেই। আসল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া সৃষ্টি করা। এটি যদি না থাকে তাহলে রোযার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। বর্তমানে মুসলমানদের সিংহভাগের মাঝে অনাহারে থাকার রীতি আর অবশিষ্ট নেই। অধিকাংশ বা বিশেষত যারা ধনী, তারা সেহরিও অনেক আয়োজনের সাথে খায় আর ইফতারিও করে। অবশ্য দরিদ্র বেচারাদের বড়ো কষ্টে সেহরি ও ইফতারির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তাদেরও রোযা রেখে ক্ষুধার্ত থাকার পাশাপাশি পানি পান করা থেকে বিরত থাকা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তখন গ্রহণীয় হবে যখন তারা তাকওয়ার পথেরও সন্ধান করবে। নিজেদের ইবাদতকে সুন্দর করার চেষ্টা করবে। এখানে এটিও বলে দিচ্ছি যে, ধনীদের উচিত নিজ এলাকার দরিদ্রদের রমযান মাসে বিশেষভাবে খোঁজখবর রাখা। ইফতারিতে কেবল ধনীদেরই একত্রিত করে ইফতারি উপভোগ করবেন না, বরং দরিদ্রদেরও ইফতারির ব্যবস্থা করুন।

ভোজসভার আদলে যে–সব বড়ো বড়ো ইফতারির ব্যবস্থা হয়ে থাকে, আমি এমনিতেও এগুলোর পক্ষে নই। এখন এগুলো লোকদেখানো আর বিদআতের রূপ পরিগ্রহ করেছে। রমযান মাসে তো পবিত্র কুরআন পঠন-পাঠন আর শোনা ও শোনানোর প্রতি অধিক মনোযোগ থাকা উচিত। যিকরে এলাহী তথা আল্লাহ্‌র স্মরণের প্রতি অধিক মনোযোগ থাকা উচিত। ইবাদত ইত্যাদির প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু যা হয় তা হলো, যারা বিভিন্ন প্রকার কাজ বা চাকরি করে তারা নিজেদের কাজ থেকে এসে ইফতারির দাওয়াত খাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যারা ইফতারির দাওয়াত দিয়ে থাকে তারাও কুরআন হাদীস পাঠ করা, যিকরে এলাহী করা ও ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেবার পরিবর্তে এই চেষ্টায় রত থাকে যে, কীভাবে ভালোর ওপর আরো ভালো আয়োজন করা যায়, ইফতারির উপকরণ রাখা যায়; কীভাবে উত্তম থেকে সর্বোত্তম ইফতারি প্রস্তুত করা যায় যেন মানুষ তাদের প্রশংসা করে যে, চমৎকার ইফতারির আয়োজন হয়েছে। স্মরণ রাখবেন, এই বিষয়গুলো রমযানের উদ্দেশ্য নয়। এগুলো তো তাকওয়া থেকে দূরে নিয়ে যাবার বিষয়।

অতএব ঢাল দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হবার জন্য ঢালের সদ্ব্যবহার করাও আবশ্যক অন্যথায় শয়তান তো ডানে-বামে, সম্মুখ ও পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে; কীভাবে (নিজেকে) রক্ষা করবেন? এছাড়া এই শয়তান মানুষকে জোরালো আক্রমণ করে আহতও করতে পারে। তাই আমাদের রমযানে যথাযথভাবে রোযা রাখার চেষ্টা করা উচিত। (রমযানের) মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া, তা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্‌ তা'লার খাতিরে বৈধ বিষয়াদি হতে বিরত থাকি তাহলে নিশ্চিত আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপাদৃষ্টি আমাদের প্রতি থাকবে আর আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের শয়তানকেও শৃঙ্খলিত করবেন এবং আমরা (কোনোরূপ) বাধাবিপত্তি ছাড়াই সৎকর্ম করার বিস্তৃত ময়দান পার হতে থাকব। ইবাদত-বন্দেগী এবং যিকরে এলাহীর দুর্গ আমাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় শয়তানী আক্রমণ ও প্রতিবন্ধকতা থেকে রক্ষা করতে থাকবে। শয়তানকে কোনো তুচ্ছ বিষয় মনে করা উচিত নয়। সে জোরালো চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিল যে, আল্লাহ্‌ তা'লার সংখ্যাগরিষ্ঠ বান্দারা আমার বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। অতএব আমাদেরকে রমযান মাসে তার এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। এরপর এই চেষ্টাও করতে হবে যে, আমরা যেন ইবাদত-বন্দেগী ও কুরআনের বিধিবিধানের অস্ত্রের মাধ্যমে সর্বদা যেন শয়তানের মোকাবিলা করতে থাকি।

হযরত আকদাস মসীহ্‌ মওউদ (আ.) রোযার তাৎপর্য সম্পর্কে একস্থানে বর্ণনা করেন, **"রোযার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কেও মানুষ অনবহিত। প্রকৃত বিষয় হলো, যে দেশে মানুষ যায় না আর যে জগৎ সম্পর্কে মানুষ জানে না সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে (সে) কী আর বর্ণনা করবে? নিছক ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার নামই রোযা নয় বরং এর একটি বাস্তবতা এবং এর একটি প্রভাব রয়েছে যা অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করা যায়। মানবীয় প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হলো, যত কম আহার করে তত বেশি তার আত্মশুদ্ধি ঘটে এবং কাশফী তথা দিব্যদর্শনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল তো রোযা হলো পানাহারের নাম। তিনি (আ.) বলেন, এর মাধ্যমে (অর্থাৎ রোযার মাধ্যমে) খোদা তা'লার অভিপ্রায় হলো, এক প্রকার আহার হ্রাস করো এবং অন্যটিকে বাড়াও। রোযাদারের সর্বদা একথা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, এর উদ্দেশ্য কেবল অভুক্ত থাকাই নয় বরং তার কর্তব্য হলো, খোদা তা'লার স্মরণে সর্বদা মগ্ন থাকা যেন (তার মাঝে) তাবাত্তুল এবং ইনকিতা' (খোদার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় ও সংসারবিমুখতা) সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এবং**

জগতের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। অতএব রোযার অর্থই হলো, মানুষ যেন দেহের প্রতিপালনকারী আহারকে পরিহার করে অন্য আহার গ্রহণ করে যা আত্মার প্রশান্তি এবং পরিতৃপ্তির কারণ হয়। আর যারা কেবল খোদা তা'লার জন্যই রোযা রাখে আর নিছক প্রথাসর্বস্ব রোযা রাখে না; তাদের উচিত হলো, আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় রত থাকা, যদ্বারা তারা দ্বিতীয় আহারটি লাভ করে।"

কাজেই, রমযানে পবিত্র কুরআন পাঠ করা ও অনুধাবনের পাশাপাশি ইবাদত-বন্দেগী ও যিকরে এলাহীও অত্যাবশ্যক। হৃদয় (যেন সর্বদা) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসাকীর্তনে লেগে থাকে। তসবীহ্তে রত থাকে। এজন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত এলহামী দোয়া **'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবাহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ'** খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দোয়া। দোয়া গৃহীত হবার জন্য মহানবী (সা.)-এর দোহাই দেওয়া আবশ্যক, এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ। অনুরূপভাবে **তাহ্লীল** অর্থাৎ তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা দেওয়াও অতি আবশ্যক। কাজেই, এগুলো তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যম এবং দোয়া গৃহীত হবার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। অতএব আমাদেরকে এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে তাকওয়ার পথে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রতিটি নেকী বা পুণ্য অর্জনের জন্য তাকওয়াকে শর্ত নির্ধারণ করেছেন। অতএব এর প্রতি অনেক মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও অসংখ্য স্থানে বরং প্রায় প্রত্যেক বৈঠকেই এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

তাঁর একটি পঙ্ক্তি আছে যে, ہر اک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے অর্থাৎ, "প্রত্যেক পুণ্যের মূল হলো এই তাকওয়া" পরের পঙ্ক্তিটি আল্লাহ্ তা'লা এলহামের মাধ্যমে তাঁকে (আ.) জানিয়েছেন, اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے অর্থাৎ, "যদি এই মূল বর্তমান থাকে তবে সবকিছুই বিদ্যমান রয়েছে।"

অতএব তাকওয়া বা খোদাভীরুতাই আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন। (এই) তাকওয়াই প্রত্যেক পুণ্যের পানে নিয়ে যায়। তাকওয়াই পার্থিব পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে। (এই) তাকওয়ার মাধ্যমেই মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়। অতএব তাকওয়া অর্জন করা একজন মু'মিনের প্রথম অপরিহার্য দায়িত্ব হওয়া উচিত। যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও তাকওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন আঙ্গিকে বহু স্থানে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় উক্তি উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন,

"পবিত্র কুরআন সূচনাতেই বলেছে, هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ। কাজেই, পবিত্র কুরআন বুঝা এবং সে অনুযায়ী পথের দিশা লাভের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মূল হলো তাকওয়া।" একইভাবে অন্যত্র বলেন, لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ। অন্যান্য জ্ঞান (অর্জনের জন্য) এই শর্ত নেই। **গণিতশাস্ত্র, জ্যামিতিশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলোর জন্য এ ধরনের কোনো শর্ত নাই যে, শিক্ষার্থীকে অবশ্যই মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল হতে হবে বরং যত বড়ো পাপীষ্ঠ ও দুষ্কৃতিপরায়ণই হোক না কেন সে-ও (এসব বিষয়ে) জ্ঞানার্জন করতে পারে।** বরং বর্তমানে তো এরা এসব বিষয়ে অনেক বেশি এগিয়ে আছে। তিনি (আ.) বলেন, **কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে শুষ্ক যুক্তিবাদী এবং দর্শনবিদ্যা বিশারদ উন্নতি করতে পারে না। তার কাছে সেই গূঢ় তথ্য ও**

তত্ত্বকথা উন্মোচিত হতে পারে না যার হৃদয় অপবিত্র এবং যার ভেতর তাকওয়ার লেশমাত্র নেই। এরপরও যদি সে বলে, ধর্মীয় জ্ঞান এবং তত্ত্বকথা তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়, (তাহলে) সে মিথ্যা বলে। ঘুণাক্ষরেও সে ধর্মীয় সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান থেকে (কোনো) অংশ লাভ করতে সক্ষম নয়, বরং ধর্মের নিগূঢ় ও সূক্ষ্মতত্ত্ব অর্জনের জন্য মুত্তাকী হওয়া (অন্যতম) শর্ত। যেমন, এই ফার্সি পঙ্‌ক্তিতে বলা হয়েছে,

عروس حضرت قرآں نقاب آنگہ بردارد

کہ دار الملک معنی را کند خالی زہر غوغا

[উচ্চারণ: উরূসে হাযরাতে কুরআঁ নেকব অনগেহ্ বারদরাদ, কেহ্ দরুল্ মুলকে মা'নী র কুনাদ খলী যেহার গোগা। –অনুবাদক]

অর্থাৎ **কুরআনের নববধূ তখনই ঘোমটা খুলে যখন ভেতরের বসতিকে সকল প্রকার হট্টোগোল থেকে মুক্ত করা হয়।** তিনি (আ.) বলেন, **যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা সৃষ্টি না হবে এবং 'দরুল্ মুলকে মা'নী খালী না হো' অর্থাৎ হৃদয়ের বসতিকে পার্থিবতার নোংরামি থেকে পবিত্র করা আবশ্যক। তা যদি এ থেকে মুক্ত না হয় তাহলে কোনো লাভ নেই।** তিনি (আ.) বলেন, **সেই 'গোগা' বা চিৎকার-চেচামেচি কী? তা হলো পাপাচার ও অনাচার জগৎপ্রেম। তবে এটি ভিন্ন বিষয় যে, চোরের মতো কিছু বললে বলতে পারে।** অর্থাৎ, কেউ যদি কখনো কোনো পুণ্যের কথা বলেও বসে তবে তা অন্য কারো থেকে চুরি করা কথা হয়ে থাকে, তাদের নিজের নয়। **কিন্তু যারা রূহুল কুদুসের সাহায্যে বলে তারা তাকওয়া বিবর্জিত কথা বলে না। এটি ভালোভাবে স্মরণ রেখো! তাকওয়া সকল ধর্মীয় জ্ঞানের চাবিকাঠি। মানুষ তাকওয়া ব্যতীত এগুলো শিখতে পারে না। যেমন- আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,**

الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ *

এই গ্রন্থ তাকওয়াশীলদের হিদায়াত তথা পথপ্রদর্শন করে থাকে। আর তারা কারা? الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ **অর্থাৎ, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস আনয়ন করে।** অর্থাৎ, এখনো সেই খোদাকে দেখে নি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাদের বিশ্বাস আছে যে, খোদা আছেন। কোনো অভিজ্ঞতাও নেই কিন্তু তারপরও বিশ্বাস করে যে, খোদা আছেন। **এরপর নামাযকে দাঁড় করায়।** অর্থাৎ তখনো নামাযে পূর্ণ আনন্দ ও স্বাদ পায় না তবুও নিরান্দের মাঝে, বিস্বাদ এবং কুমন্ত্রণার মাঝে নামাযকে দাঁড় করায়। **আর আমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যা কিছু আমরা তোমার প্রতি অথবা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে।** তিনি (আ.) বলেন, এগুলো মুত্তাকীদের তাকওয়ার প্রাথমিক পর্যায় এবং গুণাবলি। এসব ঈমানী বিষয় থাকা উচিত। অদৃশ্যের প্রতি ঈমান এবং নামায কায়েম করা এ সবকিছু প্রাথমিক বিষয়। তিনি (আ.) বলেন, **এ স্থলে আপত্তি হয়, যখন তারা খোদার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, নামায পড়ে, (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে এবং একইসাথে খোদার কিতাবের প্রতি ঈমান আনে তাহলে এগুলো ছাড়া নতুন হিদায়াত আর কী আছে? পূর্বেই তো এসব পুণ্য করছে তাহলে এর চেয়ে বেশি আর কোন ক্ষেত্রে অগ্রসর হবে? এটি তো যেন অর্জনকৃত বিষয় পুনরায় অর্জন করা।** অর্থাৎ যা পূর্বেই ছিল তা পুনরায় অর্জন করা। তিনি (আ.) বলেন, এই প্রশ্নের উত্তর হলো, এই বাক্যগুলো এবং এই শব্দগুলো সেই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ যা বর্ণনা করা হয়েছে, মানুষের পূর্ণ পুণ্যের পথচলা ও পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় বহন করে না। এই বাক্যগুলো নিঃসন্দেহে সঠিক; আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, এগুলো করো কিন্তু এটিই

এর চূড়ান্ত মার্গ নয়, এর চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। এগুলো তো প্রাথমিক বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ও অদৃশ্যে ঈমান আনয়ন করা, নামায পড়া, নামাযে মনোযোগ চলে গেলে পুনরায় মনোযোগ দেওয়া, অল্পবিস্তর ব্যয় করা। এগুলো প্রাথমিক বিষয় পুণ্যের দিকে নিয়ে যাবার জন্য। যদি يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ হিদায়াতের চূড়ান্ত মার্গ হয়ে থাকে তাহলে তত্ত্বজ্ঞান কাকে বলে? তাহলে আল্লাহ্ তা'লার পরিচয় লাভ কীভাবে হবে? এজন্য যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের হিদায়াতে প্রতিষ্ঠিত হবে সে তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চস্তরে পৌঁছাবে। যদি তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে হয় তাহলে পবিত্র কুরআনের হিদায়াত বা আদেশ-নিষেধগুলো পাঠ করো, এর ওপর আমল করো তাহলে তত্ত্বজ্ঞানের উন্নত মার্গ লাভ হবে। অদৃশ্যের বিশ্বাসের স্তর থেকে উন্নতি করে মানুষ বেরিয়ে আসবে এবং সে يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ থেকে বেরিয়ে অভিজ্ঞতালবদ্ধ জ্ঞানের স্তরে উপনীত হবে; যেন আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় 'আইনুল ইয়াকিন' (চাক্ষুষ বিশ্বাস)-এর মর্যাদা লাভ করবে। কর্ম হবে; তবে 'আইনুল ইয়াকিন' (চাক্ষুস বিশ্বাস)-এর মর্যাদা লাভ করবে। অতএব يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ থেকে বের হবার জন্য পবিত্র কুরআনের আদেশাবলির ওপর আমল করা জরুরি। লোকেরা প্রশ্ন করে অদৃশ্যের ওপর ঈমান কেন আনবে? বর্তমান যুগে কেন এই প্রশ্ন অনেক উত্থাপিত হয় শিশু ও যুবকদের পক্ষ থেকে অর্থাৎ যে বিষয়টি আমরা জানিই না– এর প্রতি ঈমান কেন আনব? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অদৃশ্যের ওপর ঈমান তো প্রাথমিক বিষয়। এই পুস্তক যা দেওয়া হয়েছে এর ওপর আমল করো, ঈমান আনয়ন করার পর এর ওপর আমল করা জরুরি যা তোমাদের কাছে আল্লাহ্ তা'লার সঠিক পরিচয় তুলে ধরবে। তবে অদৃশ্যের অবস্থা থেকে বেরিয়ে অভিজ্ঞতার অবস্থা সৃষ্টি হবে। কেবল অদৃশ্যে বিশ্বাস করলে হবে না বরং স্বয়ং মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যে খোদা কে? এটি জাগতিক নিয়মও বটে। যারা বিজ্ঞানী, গবেষক তারা জানেন যে, গবেষণাতেও প্রথমে একটি হাইপোথিসিস তৈরি হয়। এর ওপর ভিত্তি করে গবেষণা হয়। আর জানাও থাকে না যে, সেটি সত্য সাব্যস্ত হবে কি-না। কিন্তু ধারণার ওপর ভিত্তি করে গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা অদৃশ্যের ওপর ঈমানের ভিত্তি রেখে এরপর কুরআনের আদেশাবলির ওপর আমল করো, পরিশ্রম করো, মনোনিবেশ করো; এরপর তোমরা প্রত্যক্ষ করবে। বিজ্ঞানীরা তো শুধু প্রবোধ লাভের মানসে গবেষণা করে আর তারা আশ্বস্ত হলে, এরপর লোকদেরকে বলে। কিন্তু এখানে একটি ধারণার ভিত্তিতে এরপর গবেষণা করে। এর দ্বারা প্রত্যেক মানুষ উপকৃত হতে পারে। এটি ইসলামের সৌন্দর্য। এটি হলো অদৃশ্যের ওপর ঈমানের প্রকৃত তাৎপর্য।

অনুরূপভাবে নামায সম্পর্কে [তিনি (আ.)] বলেন, একইভাবে নামাযের প্রাথমিক অবস্থাও একই রকম হবে যার বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে, নামাযকে দাঁড় করায়, ক্বিয়াম অর্থ দাঁড় করানো। অর্থাৎ নামায বার বার পড়ে যায়, পড়ে যাবার অর্থ হলো কোনো স্বাদ ও আকর্ষণ থাকে না; নিরানন্দভাব ও বিভিন্ন চিন্তাভাবনা মাথায় আসে। এই কারণে এতে আকর্ষণ করার বৈশিষ্ট্য থাকে না। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে মানুষ যেভাবে খাবার ও পানির জন্য ছুটে যায় সেভাবে নামাযের জন্য পাগলপারা হয়ে যেন ছুটে যায়। কিন্তু যখন সে হিদায়াত লাভ করে তখন আর সে অবস্থা থাকবে না। বরং এতে এক স্বাদ উপভোগ করবে। নামাযে একপ্রকার আনন্দ সৃষ্টি হবে। কুমন্ত্রণার ধারা শেষ হয়ে প্রশান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। তিনি (আ.) বলেন, কথিত আছে কোনো ব্যক্তির কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে সে বলে, একটু অপেক্ষা করো- নামাযে মনে পড়বে। এ নামায কামিলদের নামায নয়, কেননা এতে শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, (কারো) কোনো জিনিস হারিয়ে গেছে সে বলে,

ঠিক আছে এমনিতে তো মনে পড়ছে না তাই নামায পড়ে দেখি কী হয়, নামাযে তো আমার মনোযোগ এদিক–সেদিক নিবদ্ধ হবে এভাবে হয়ত এটিও মনে পড়ে যাবে যে, আমি সেই জিনিসটি কোথায় রেখেছি। সুতরাং এমন নামায কামিলদের নামায নয়, এটি শয়তানী কুমন্ত্রণা। কিন্তু যখন কামিলের মর্যাদা লাভ করবে তখন সর্বদা নামাযের মাঝেই থাকবে। অর্থাৎ, সর্বদা আল্লাহ্ তা'লা স্মরণে থাকবে। আর হাজার হাজার টাকার ব্যাবসাবাণিজ্য ও মুনাফা তাতে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। পার্থিব কাজও হবে এবং খোদা তা'লার ভয়ও থাকবে, খোদা তা'লাও স্মৃতিপটে থাকবেন। তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে অন্যান্য অবস্থাও কেবল বুলিসর্বস্ব হবে না বরং তা জীবনের বাস্তব চিত্র হবে এবং অদৃশ্য থেকে তা বাস্তব দর্শনের পর্যায়ে উপনীত হবে। এই পর্যায়গুলো কেবল শোনানোর জন্য নয়। আমি যে পর্যায়গুলোর উল্লেখ করেছি তা কেবল শোনানোর জন্য নয় যে, তোমাদেরকে কাহিনি হিসেবে শুনিয়ে দিলাম আর তোমরাও অল্প সময়ের জন্য শুনে আনন্দিত হয়ে গেলে। না; এটি একটি গুপ্তধন! একে কখনো পরিত্যাগ কোরো না। এটিকে খুঁড়ে বের করে। এটি তোমাদের ঘরেই রয়েছে একটু পরিশ্রম ও চেষ্টা করলেই তোমরা তা পেতে পারো।

তাই এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই পরিবেশকে কাজিয়ে লাগিয়ে এই গুপ্তধন আহরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা যেন আমরাও আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারি হতে পারি।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা মুত্তাকী হবে ততক্ষণ দোয়া কবুল হবে না। আর খোদাভীতি অবলম্বন করো। তাকওয়া দুই প্রকারের। একটি জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত, অপরটি কর্মের সাথে সম্পর্কিত। জ্ঞান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মুত্তাকী না হওয়া পর্যন্ত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জিত হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞানের সঠিক মর্ম উদ্‌ঘাটিত হয় না। আর কর্ম সম্পর্কে (ব্যাখ্যা) হচ্ছে, নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতসমূহ ততক্ষণ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ রয়ে যায় যতক্ষণ না মুত্তাকী হবে। এ কথাটিও খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো! খোদা তা'লার দুটি আদেশ রয়েছে। প্রথমত, তাঁর সাথে কাউকে শরীক কোরো না, সত্তায়ও না, গুণাবলিতেও না আর ইবাদতেও না। আর দ্বিতীয়ত, মানবজাতির সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করো। আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান করো, (বান্দাকে) বান্দার অধিকার দাও।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (সূরা আত-তালাক: ৩–৪)

অতএব, তাকওয়া এমন একটি জিনিস, যে কেউ একে লাভ করবে সে যেন পুরো পৃথিবীর নিয়ামতরাজি অর্জন করল। তাকওয়া অবলম্বন করলে এমনসব উপকরণ আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করে দেবেন এবং এমন স্থান থেকে রিযকের ব্যবস্থা করবেন যা তোমাদের ধারণারও বাইরে। তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! মুত্তাকী কখনো কারো মুখাপেক্ষী হয় না, বরং সে এমন পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকে যে, তার যা কিছু প্রয়োজন তার চাওয়ার আগেই তার জন্য খোদা তা'লা তা সরবরাহ করেন। অতএব এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যে, মুত্তাকীদের তিনি জাগতিক জীবনোপকরণও দিয়ে থাকেন। তিনি (আ.) বলেন, আমি একবার কাশফে আল্লাহ্ তা'লাকে প্রতীকীরূপে দেখেছি। আমার কাঁধে হাত রেখে তিনি বলেন,

جے توُں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو

[অর্থাৎ তুমি যদি আমার হয়ে যাও তাহলে সমগ্র পৃথিবী তোমার হয়ে যাবে। –অনুবাদক]

অতএব এটি সেই ব্যবস্থাপত্র যা সকল নবী-রসূল, ওলি-আওলিয়া এবং পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের পরীক্ষিত; তাই তোমরাও পরীক্ষা করে দেখো। তিনি (আ.) বলেন,

আমাদের জামা'তের সদস্যদের উচিত যেন তারা তাকওয়ার পথে পদচারণা করে এবং নিজ শত্রুদের ধ্বংস দেখে যেন অহেতুক আনন্দিত না হয়। তওরাতে লেখা আছে, আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, বনী ইসরাঈলদের শত্রুদের যে আমি ধ্বংস করেছি এর কারণ হলো, তারা খারাপ ছিল। এ কারণে ধ্বংস করি নি যে, তোমরা পুণ্যবান। তোমাদের পুণ্যের কারণে শত্রুরা ধ্বংস হয় নি বরং তারা নিজেদের কুকর্মের কারণে ধ্বংস হয়েছে। কাজেই, পুণ্যবান হবার চেষ্টা করো। তিনি (আ.) বলেন, আমার একটি পঙ্‌ক্তি হলো,

প্রতিটি পুণ্যের মূল হলো তাকওয়া,
এ মূল যদি অটুট থাকে তবে সবকিছু ঠিক থাকবে।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, তাকওয়া হলো একটি প্রতিষেধক। যে ব্যক্তি এটিকে কাজে লাগায় সে সকল বিষ থেকে পরিত্রাণ পায়; কিন্তু তাকওয়া পরিপূর্ণ হতে হবে। তাকওয়ার কোনো শাখার ওপর আমল করা এমন– যেভাবে কারও ক্ষুধা লাগলে সে যদি একটিমাত্র শস্যদানা খায়। জানা কথা, তার খাওয়া আর না খাওয়া সমান। একইভাবে পানির পিপাসা এক বিন্দুর মাধ্যমে নিবারণ হয় না। একই অবস্থা তাকওয়ারও। কোনো একটি শাখার ওপর আমল করাটা গর্বের কারণ হতে পারে না। অতএব তাকওয়া সেটিই যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا (সূরা আন্ নাহল্: ১২৯)। খোদা তা'লার সঙ্গই বলে দেয় যে, এই ব্যক্তি মুত্তাকী। অর্থাৎ যদি প্রকৃত তাকওয়া বিদ্যমান থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় তা প্রকাশ করে দিবেন এবং তাঁর অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশও ঘটে থাকে।

অতএব এই হলো তাকওয়ার স্বরূপ– যা আমাদের অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। অতঃপর তিনি (আ.) বলেন,

যদিও কথার পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে, বার বার সেই কথাই আসছে কিন্তু যেহেতু অলসতা লেগে থাকে। একদিকে ওয়াজ-নসীহত শোনা হয় যার ফলে হৃদয়ে তাকওয়া অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টি হয় কিন্তু আবারো আলস্য দেখা দেয়। এ কারণে আমাদের জামা'তের সদস্যদের একথা ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লাকে কোনো অবস্থাতেই যেন ভুলে যাওয়া না হয়। সর্বক্ষণ তাঁর কাছেই সাহায্য যাচনা করা উচিত। তিনি ছাড়া মানুষ কিছুই নয়। ভালোভাবে স্মরণ রাখো! তিনি একনিমিষেই ধ্বংস করে দিতে পারেন। নানান দুঃখ-কষ্ট বিদ্যমান। নিজেকে ভয়ভীতি মুক্ত মনে করার কোনো কারণ নেই। এ পৃথিবীতেও জাহান্নাম থাকতে পারে এবং বড়ো বড়ো বিপদাবলি আসতে পারে। বর্তমানে তো পারমাণবিক যুদ্ধের কথা হচ্ছে, তাই এটিও একটি জাহান্নামই বটে। বোমা– মূলত আগুনের গোলা-ই হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, কেউ কারো বিপদে কাজে আসতে পারে না এবং কোনো সঙ্গী বা সাথি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারে না যতক্ষণ না খোদা নিজে রক্ষার নিমিত্তে হাত না ধরবেন ও নিজ কৃপার মাধ্যমে তিনি বিপদাবলিকে দূর না করেন। এ কারণেই প্রত্যেকের উচিত খোদা তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা অর্থাৎ গোপন সম্পর্ক তৈরি করা। যে ব্যক্তি ধৃষ্টতার সাথে গুনাহ, পাপ-পঙ্কিলতা ও অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে সে ভয়াবহ অবস্থায় থাকে। খোদা তা'লার আযাব তার

দিকে তাক করে থাকে। যদি ক্রমাগত দয়ালু খোদার অনুগ্রহ পেতে চাও তাহলে তাকওয়া অবলম্বন করো। আর যে–সব বিষয় খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে সেগুলো পরিত্যাগ করো। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাভীতির অবস্থা সৃষ্টি না হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় বলেছেন তা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাভীতির অবস্থা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি হতে পারে না। মুত্তাকী হবার চেষ্টা করো। তাকওয়া বিচ্যুত মানুষ যেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেখানে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের রক্ষা করা হয়। এমন অবস্থায় তাদের সীমালঙ্ঘন তাদের ধ্বংস করে দেয় আর তাদের (তাকওয়াশীলদের) তাকওয়া তাদের রক্ষা করে। মানুষ তার ধূর্ততা, দুষ্কৃতি ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চাইলেও বাঁচা সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কৃপা না হবে কোনো মানুষ নিজের প্রাণের, সম্পদ কিংবা সন্তানাদির সুরক্ষা বিধান করতে পারে না, আর অন্য সফলতাও অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার সাথে অবশ্যই নিভৃতে সম্পর্ক রাখা উচিত। ইবাদত, যিকরে এলাহী এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ নিষেধের ওপর আমল করার মাধ্যমে এই গোপন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌র সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর এই সম্পর্ক অটুট রাখা উচিত। অর্থাৎ এই সম্পর্ক স্থায়ী হওয়া উচিত। বুদ্ধিমান মানুষ সে-ই যে এই সম্পর্ককে সুরক্ষিত রাখে আর যে এই সম্পর্ক কে সুরক্ষিত রাখে না সে বোকা। যে ব্যক্তি নিজের চালাকি নিয়ে গর্ব করে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং কখনো সফল হতে পারবে না। লক্ষ্য করো, আকাশ ও পৃথিবী আর যা কিছু এ দুয়ের মাঝে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এই মহাযজ্ঞ কি আল্লাহ্ তা'লার অদৃশ্য হাত ছাড়া চলতে পারে? কখনো না। স্মরণ রেখো! যে ব্যক্তি শান্তির সময়ে ভীত হয় তাকে ভয়ের অবস্থায় নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। আর কোনো ব্যক্তির ভয়ের সময়ে ভীত হওয়া কোনো প্রশংসনীয় বিষয় নয়। এমন অবস্থায় অবিশ্বাসী, অংশীবাদি এবং সীমালঙ্ঘনকারীও ভীত হয়। ফেরাউনও এমতাবস্থায় ভীত হয়ে বলেছিল, آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ। (সূরা ইউনুস: ৯১) অর্থাৎ **আমি সেই সত্তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করছি যার ওপর বনী ইসরাঈল বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তিনি ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই। আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।** এর মাধ্যমে তার কেবল এতটুকু লাভ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে বলেন, আমি তোমার শরীর রক্ষা করব। কিন্তু তুমি প্রাণে বাঁচতে পারবে না। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা তার শরীরকে এক কোণে রেখে দিয়েছেন। সে এক খর্বকায় মানুষ ছিল। বস্তুত, মানুষ যখন পাপ ও অবাধ্যতায় সীমালঙ্ঘন করে তখন **লা ইয়াসতা'খিরুনা সাআতান ওয়ালা ইয়াসতাকদিমুন**-এর ব্যবহার করেন। অর্থাৎ না সে এর থেকে এক সেকেন্ড পিছনে থাকতে পারে আর না সে এগিয়ে যেতে পারে। অতএব যখন মৃত্যু এসে যায় তখন তা টলানো যায় না। তাই মানুষের উচিত সময় থাকতেই খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

অতএব আমাদের মাঝে তারা সৌভাগ্যবান যারা এই রমযান থেকে প্রকৃতরূপে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে নিজ তাকওয়ার মানকে সেই মার্গে উন্নীত করার চেষ্টা করে যা খোদা তা'লা আমাদের কাছে চান।

রোযার বিষয়ে এরপরের আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মৌলিক কিছু বিধিনিষেধ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, হাতেগোনা কয়েকটি দিনে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য রোযা আবশ্যক করা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেছেন যেন যারা অসুস্থ এবং মুসাফির রয়েছেন তারা নিজেদের ওপর অকারণে কোনো বোঝা না চাপায়। পরবর্তীতে সুস্থ হবার পর অথবা সফর শেষ হবার পর রোযা পূর্ণ করে নেবে। অতএব আল্লাহ্ বলেন, ফরয

পূর্ণ করা আবশ্যক। কিন্তু অনাবশ্যক বোঝাও নিজের ওপর আরোপ করা উচিত না। প্রকৃতিগত এবং জরুরি পরিস্থিতির দিকেও আল্লাহ্ খেয়াল রেখেছেন। অতএব যেহেতু মানুষ আল্লাহ্‌র জন্য হালাল জিনিসগুলো থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে তাই আল্লাহ্ তা'লা মানুষের তাকওয়ার সম্মান করে মানুষের বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে ছাড়ও দিয়েছেন। অতএব যারা বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর অনেক বড়ো বোঝা চাপিয়েছেন। কিছু এমন আদেশ রয়েছে যা পালন করা (আমাদের জন্য) অত্যন্ত কঠিন। (স্মরণ রাখবেন) আল্লাহ্ তা'লার কোনো একটি আদেশ এমন নেই যা (পালন করা) কঠিন। সকল আহকাম (তথা আদেশ-নিষেধ)-এর সাথে অবকাশও আছে। অথবা ধর্ম আমাদের ওপর বোঝা চাপায় অথবা লা-মাযহাবী যারা আছে অথবা যারা ধর্মবিরোধী, তারা ধর্মের অনুসারীদের মাঝে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্য বলে যে, তোমরা কী এক ধর্মের বিধিনিষেধের মাঝে আবদ্ধ হয়ে আছো? এটি তোমাদের মানবাধিকার হরণ করছে। এ আয়াতেও সেসব লোকের (প্রশ্নের) উত্তর আছে। রোযা আবশ্যক করা হয়েছে ঠিকই। এ রোযা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী বানায় কিন্তু এ সত্ত্বেও স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি রাখেন আর তোমাদের জন্য সুযোগসুবিধাও দিয়ে রেখেছেন। (বলা হয়েছে) বছরের কোনো একটি সময় তোমার ছুটে যাওয়া রোযাগুলো পূর্ণ করো আর সামর্থ্যবানরা যেন তাদের ভাঙা রোযাগুলোর জন্য কিছু ফিদিয়াস্বরূপ প্রদান করে। (সবার জন্য আবশ্যক নয়, যারা সামর্থ্যবান তারা যেন ফিদিয়া দেয়) এর ফলে দ্বিগুণ পুণ্য লাভ হবে। তোমরা এই বাড়তি পুণ্য (অর্জন) করলে আল্লাহ্ তা'লা এভাবে পুরস্কার প্রদানের উপকরণ (সৃষ্টি) করবেন। এছাড়া স্তন্যদায়ী মায়েরা অথবা যারা চিররোগী, তাদেরকে সাধ্য অনুযায়ী ফিদিয়া প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ যেহেতু **'আলিমুল গাইব'** (অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা) তাই তিনি নিয়্যত সম্বন্ধে ভালোভাবে অবগত আছেন এ জন্য বলেছেন, তোমাদের ফিদিয়া প্রদান রোযার বিকল্প হবে। যদি তোমরা নেক নিয়্যতে (ফিদিয়া) প্রদান করো তাহলে এই ফিদিয়া দ্বারা অভাবীদের সাহায্য হয়। মোটকথা, এখানে হুকূকুল ঈবাদ (তথা বান্দার অধিকার)-কেও ইবাদতের পুণ্যের মর্যাদা দিয়েছেন। ফিদিয়া দ্বারা কারা লাভবান হচ্ছে, দরিদ্ররা কিন্তু এর পুণ্য ইবাদতের সমপরিমাণ। এই হলো ইসলামের খোদা যিনি মূর্তিমান দয়া। এরপরও যদি মানুষ তাঁর দয়া লাভকারী না হয় তবে তা হবে তার দুর্ভাগ্য।

এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"একবার আমার মনে এ প্রশ্নের উদয় হলো যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হলো? (অভিনিবেশ করে) বুঝলাম, সামর্থ্য লাভের জন্য যেন রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ হয়। খোদা তা'লার সত্তাই সামর্থ্য দান করে থাকেন আর সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার কাছেই যাচনা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা হলেন সর্বশক্তিমান। তিনি চাইলে একজন যক্ষ্মা রোগীকেও রোযা রাখার শক্তি দিতে পারেন। অতএব ফিদিয়া দেবার উদ্দেশ্য হলো, (রোযা রাখার) সেই শক্তি যেন লাভ হয় এবং তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই হয়ে থাকে। তাই আমার মতে, কত–না ভালো হয় যদি, মানুষ এভাবে দোয়া করে যে, হে আমার আল্লাহ্! এ তোমার এক কল্যাণময় মাস। আমি এ মাসে বঞ্চিত রয়ে যাচ্ছি আর আমি এ-ও জানি না যে, আগামী বছর জীবিত থাকব কি-না অথবা আমার রয়ে যাওয়া এ রোযাগুলো পুনরায় রাখতে পারব কি-না। এভাবে যদি তাঁর কাছে সামর্থ্য যাচনা করে আমার বিশ্বাস, এমন হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লা শক্তি প্রদান করবেন।"**

অতএব রোযা রাখার চেষ্টা করা আবশ্যক এবং ফিদিয়াও এই নিয়্যতে দেওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ যেন তা গ্রহণ করেন এবং রোযা রাখারও সামর্থ্য দান করেন। যাহোক, যেখানে

আল্লাহ্ তা'লা অবকাশ দিয়েছেন, তদনুযায়ী আমল করাও আবশ্যক। এটিই তাকওয়া, প্রকৃত তাকওয়া হলো খোদা তা'লার আদেশ মেনে চলা। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরেক জায়গায় বলেন,

প্রকৃত বিষয় হলো, পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত অবকাশসমূহের ওপর আমল করাও তাকওয়া। আল্লাহ্ তা'লা মুসাফির এবং অসুস্থদেরকে অন্য সময় রোযা রাখার অনুমতি এবং ছাড় দিয়েছেন। তাই এই আদেশের ওপরও আমল করা আবশ্যক। আমি পড়ে দেখেছি, অধিকাংশ বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে একমত যে, সফরে অথবা অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা পাপ বা গুনাহ্, কেননা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিই তো উদ্দেশ্য, স্বেচ্ছাচারিতা তো (উদ্দেশ্যে) নয়। আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নিহিত অর্থাৎ আল্লাহ্ যে আদেশ দেন তদনুযায়ী আমল করা উচিত এবং নিজের পক্ষ থেকে তার সাথে টীকা-টিপ্পনি যোগ করা উচিত নয়। মনগড়া ব্যাখ্যা যেন না করা হয়। যেভাবে বর্তমান যুগের আলম-ওলামা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী করছে। আর বর্তমানে তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে প্লাটফর্ম পেয়েছে তাতে ফিকাহ্র বরাতে হাস্যকর কথাবার্তা এবং ফতোয়া জারি করা শুরু করেছে। যাহোক তিনি (আ.) বলেন, তিনি তো এই আদেশ দিয়েছেন যে, فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ অতএব তোমাদের মধ্য যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে তাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে।

এখানে সুনির্দিষ্ট কোনো শর্ত আরোপ করেন নি যে, এমন সফর হতে হবে বা এমন অসুস্থ হতে হবে। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অসুস্থতা এবং সফরে থাকা অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সুস্পষ্ট আদেশকে অমান্য করে। আল্লাহ্ তা'লা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, পীড়িত এবং মুসাফির রোযা রাখবে না, আরোগ্য লাভ এবং সফর শেষ হলে রোযা রাখবে। আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশ মেনে চলা উচিত, কেননা মুক্তি তাঁর দয়াতেই নিহিত, কেউ তার কর্মের জোরে মুক্তি লাভ করতে পারে না। পীড়িত এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তাদের ওপর আদেশ অমান্য করার ফতোয়া অবধারিত হয়ে যায়। এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে রমযান মাসে সফররত অবস্থায় রোযা এবং নামাযের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি (সা.) বলেন, রমযান মাসে ভ্রমণে রোযা রাখবে না। এটি শুনে সে ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি রোযা রাখার সামর্থ্য রাখি, মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তুমি বেশি শক্তিশালী নাকি আল্লাহ্ তা'লা? তিনি আরো বলেন নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা আমার উম্মতের অসুস্থ এবং মুসাফিরদের জন্য রমযান মাসে সফর অবস্থায় রোযা না রাখার অবকাশ দিয়েছেন। তোমাদের মধ্য কেউ এটি পছন্দ করবে কি যে, তোমাদের মধ্যে কাউকে একজন কোনো জিনিস উপহার দেবে আর সে সেটি উপহারদাতাকে ফিরিয়ে দেবে? কাজেই, খোদার আদেশের ওপর আমল করাই হলো তাকওয়া। যে পুণ্য করার আদেশ তিনি দেন সেটি করো, যখন করতে বলেন তখন করো এবং যা পরিত্যাগ করতে বলেন তা পরিত্যাগ করো।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রমযান তাঁর সন্তুষ্টির পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে খোদাভীতির সাথে অতিবাহিত করার সামর্থ্য দান করুন। আমাদের নিজেদের তাকওয়ার মান উন্নত করার তৌফিক দিন। আমরা যেন রোযা না রাখার অজুহাত অন্বেষণকারী না হই আর অকারণে নিজেদের ওপর যেন কঠোরতা না চাপাই এবং সর্বদা যেন ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার ওপর আমলকারী হই। এই রমযানে যেন আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কল্যাণের ভাগীদার হই।

প্রতিটি দিন যেন আমাদের জন্য কল্যাণ ও অনুগ্রহের উপকরণ নিয়ে আসে। রমযানে আমরা যেন সত্যিকার অর্থে কল্যণমণ্ডিত হতে পারি। এই রমযান যেন আমাদেরকে খোদা তা'লার নৈকট্য দানকারী হয়। আমরা যেন গ্রহণযোগ্য দোয়া করার তৌফিক লাভ করি। বিশ্বের সকল আহমদীদের জামা'তী উন্নতি এবং সকল বিপদাপদ দূরীভূত হবার জন্য দোয়া করুন। বিভিন্ন সরকার এবং সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নিরাপদ রাখেন। বন্দিদের মুক্তির জন্য দোয়া করুন। অনেকে কঠিন পরিস্থিতির শিকার। এই দোয়াও করুন আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার আঁচল এমনভাবে আঁকড়ে ধরার সামর্থ্য লাভ করি যে, কখনো আমাদের ভুলের কারণে তা আমাদের হাতছাড়া না হয়। আর খোদা তা'লার কৃপাবারি যেন আমাদের ওপর বর্ষিত হতে থাকে। মুসলিম বিশ্বের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিবেকবুদ্ধি দিন এবং তারা যেন আগমনকারী মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর মান্যকারী হয়। যুদ্ধের কুফল থেকে নিরাপদ থাকার জন্যও দোয়া করুন। মুসলিম দেশগুলোতে ক্ষমতার যে লড়াই চলছে এর ফলে যে নিরীহ মানুষ অত্যাচারের যাতাকলে পিষ্ট হচ্ছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে অত্যাচারীদের হাত থেকে তাদের মুক্তি দিন।

বিশ্বের সার্বিক অবস্থার জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধ এবং এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করুন। জানা কথা যে, যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আহমদীরাও প্রভাবিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এথেকে রক্ষা করুন। এ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে নিজেদের তাকওয়ার মানকে উন্নীত করতে হবে আর এটিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেককে এর তৌফিক দান করুন। এখানে অর্থাৎ ইউকেতে মুসলমানদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছে। উগ্রপন্থার অবসানের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু মোটের ওপর বিশ্লেষকদের মত হচ্ছে মুসলমানদের লক্ষ্য করে এটি করা হচ্ছে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন এর পেছনে কী রয়েছে আর তাদের উদ্দেশ্য কী? সবার জন্য দোয়া করা প্রয়োজন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ও এখানকার অন্যান্য মুসলমানদেরকে এর মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষা করেন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)